## 1.18. গ্রামীণ বসতির গৃহবিন্যাস — ভারতের উদাহরণ (Rural House types with special reference to India) :

ভারতের যে-কোনো অঞ্চলের গ্রামীণ বসতির গৃহবিন্যাসে সেই স্থানের পরিবেশ, মানুষের সংস্কৃতি, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। গৃহসজ্জা, গৃহের আকৃতি, গৃহের দেওয়াল ও ছাদের গঠন, গৃহের চারপাশে জায়গার ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে চিরাচরিত এবং বংশানুক্রমিক ধারার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়াও লক্ষণীয়। তবে এখনও উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মধ্যে সেই প্রাচীন চিরাচরিত প্রথায় ঘরবাড়ি নির্মাণ কাজ আমরা দেখতে পাই। উত্তর, দক্ষিণ, উত্তর-পূর্ব কিংবা পশ্চিম ভারতের গ্রামীণ গৃহবিন্যাস এক এক ধরনের হয়ে থাকে।

### *1.18.1. ভূমি নক্সা (Ground Plan) :*

গ্রামীণ বসতির ঘরগুলির ভূমি নকশা (Ground Plan) লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মানুষের বাস করার জন্য ন্যূনতম স্থান রাখা হয়। অধিবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে ঘরের জায়গা, রান্নাঘর এবং চারপাশে জায়গা ছেড়ে রাখা হয়। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত জমির মাঝখানে ঘর তৈরি হয়। সামনে ও পিছনে বেশ ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। ঘর যদি জমির একেবারে একধারে তৈরি হয়, তাহলে বাকি তিন দিক বেড়া দিয়ে বাড়িকে ঘিরে দেওয়া হয়। ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া প্রায় সব গ্রামাঞ্চলে বাড়ির অন্যতম অংশ হল এর সঙ্গে অবস্থিত উঠান (Yard)। পার্বত্য অঞ্চলে পর্বতের উঁচু অংশে বাড়িগুলির বেশির ভাগ একঘর বিশিষ্ট (Single roomed) বাসগৃহ তৈরি করা হয়।

### 1.18.2. গৃহের আকৃতি (Shape of the rooms) :

N. K. Bose তাঁর রচিত Peasant Life in India (Anthropological Survey of India)-তে ভারতীয় গ্রামগুলিকে আকৃতি অনুসারে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যেমন—

*(i)* আয়তাকার ভূমিভাগ যুক্ত অনুভূমিক ছাদের বাড়ি (House with Rectangular Ground Plan and Horizontal Roof)।

*(ii)* আয়তাকার ভূমিভাগযুক্ত হেলানো বা তির্যক ছাদের বাড়ি (House with Rectangular Ground Plan and Inclined Roof)।

*(iii)* বৃত্তাকার ভূমিভাগযুক্ত শঙ্কু আকৃতির ছাদের বাড়ি (House with Circular Ground Plan and a Conical Roof)।

*(i)* **আয়তকার ভূমিভাগ যুক্ত অনুভূমিক ছাদের বাড়ি :** ভারতের যেসমস্ত অঞ্চলে বছরে 50cm-এর কম বৃষ্টিপাত ঘটে সেই সব অঞ্চলে এই ধরনের বাসগৃহ লক্ষ করা যায়। অত্যধিক খরা প্রবণ, মরু এবং মরুপ্রায় অঞ্চলেই অধিবাসীরা এই ধরনের বাসগৃহ নির্মাণ করে বসবাস করেন।

*(ii)* **আয়তাকার ভূমিভাগযুক্ত হেলানো বা তির্যক ছাদের বাড়ি :** এই ধরনের বাড়ি ভারতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। ভারতের যেসমস্ত অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে সেই সব এলাকায় এই ধরনের বাড়ি নির্মাণ করা হয়। কারণ বাড়ির ছাদ যত বেশি ঢালু হবে বৃষ্টির জল তত দ্রুত ছাদ বেয়ে নীচে নেমে আসবে। উত্তর-পূর্ব ভারতে, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কেরালার উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই জাতীয় গৃহ নির্মাণ করে স্থানীয় অধিবাসীরা বসবাস করছেন।

*(iii)* **বৃত্তাকার ভূমিভাগযুক্ত শঙ্কু আকৃতির ছাদের বাড়ি :** ভারতের কিছু কিছু উপজাতি এলাকায় প্রাচীন প্রথা মেনে উপজাতিরা এই ধরনের গৃহ নির্মাণ করে। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরির টোডা উপজাতিরা এই ধরনের গৃহে বসবাস করে। অন্ধ্রপ্রদেশের 'Chenehus' উপজাতি এবং ঝাড়খন্ডের 'Birhors' উপজাতির লোকজনও বৃত্তাকার ভূমিভাগযুক্ত শঙ্কু আকৃতির ছাদের বাড়িতে বসবাস করে।

গ্রামের মানুষজন স্থানীয় যেসমস্ত উপাদান পাওয়া যায় সেগুলিকে গৃহনির্মাণ কাজে ব্যবহার করে। গাছের ডাল, পাতা ব্যবহার করে অনেকে তাঁবু জাতীয় গৃহ নির্মাণ করে। ভারতের কিছু কিছু পশুপালক যাযাবর সম্প্রদায় পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবুর ছাদ ঢেকে দেয়।

ভারতের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ডালপালা ব্যবহার করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াল তৈরি করে। এসব ঘরের ছাদ টালি কিংবা অ্যাসবেস্টস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

## 1.19. ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গ্রামীণ গৃহের প্রকারভেদ (Rural House types in different states of India) :

ভারতের বিভিন্ন জল আবহাওয়া ও ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ বিভিন্ন ধরনের হয়। এই জন্য বিভিন্ন রাজ্যে গৃহ নির্মাণের নক্সা কিংবা আকৃতি একই রকম হয় না।

**1. পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal) :** পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বসতির বাড়িগুলির সাধারণত চারটি কুঁড়েঘর (Hut) থাকে। উঠানের প্রায় মাঝখানে বাড়ি তৈরি করা হয়। বাড়ির বাইরে গবাদি পশুর থাকার জন্য পৃথক ঘর বা গোয়ালঘর রাখা হয়। দুটি ঘর পুরুষ ও মহিলাদের বসবাসের জন্য। একটি রান্নাঘর এবং অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য একটি ঘর 'বৈঠকখানা' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাড়ির দেওয়াল সাধারণত মাটি কিংবা কাঁচা ইট দ্বারা তৈরি হয়। অনেকক্ষেত্রে দেওয়াল বাঁশ ও কঞ্চি মিশিয়ে কাদা দিয়ে তৈরি করা হয়। ঘরের ছাদ টালি কিংবা অ্যাসবেস্টস দ্বারা ছাওয়া হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খড় কিংবা পাতা ঘরের ছাদ ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয়।

**2. বিহার (Bihar) :** বিহারের গ্রামাঞ্চলে কৃষক সম্প্রদায় মাটির দেওয়ালযুক্ত কুঁড়েঘর নির্মাণ করে। কাদার সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে দেওয়ালকে আরও শক্ত করে তোলে। ছাদ হয় হেলানো বা তির্যক প্রকৃতির। বন্যার জলের তল থেকে বেশ কিছুটা ওপরে ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়ে থাকে। গাঁয়ের কিছু ধনিক শ্রেণির লোক পাকা গৃহে বসবাস করে। বাঁশ দিয়ে কাঠামো তৈরি করেও ঘরবাড়ি এই রাজ্যে নির্মিত হয়। এখানকার ঘরগুলিতে জানালা প্রায় থাকে না বললেই চলে।

**3. ঝাড়খন্ড (Jharkhand) :** এই রাজ্যের গ্রামীণ বসতিগুলি বিক্ষিপ্ত ধরনের (Dispersed Type) হয়। তবে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতিও দৃষ্টিগোচর হয়। ছোটো ছোটো হ্যামলেট দেখা যায়। ঘরবাড়িগুলি ল্যাটেরাইট মাটির দেওয়াল দ্বারা তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে মাটির দ্বিতল ঘরও চোখে পড়ে।

**4. ওড়িশা (Odisha) :** ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে তিনটি দেওয়াল দ্বারা তৈরি ঘর নিয়ে বাসগৃহ গড়ে ওঠে। একটি ঘুমানোর জন্য, একটি রান্নাঘর এবং অপরটি গবাদি পশুর থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোনো জমির এককোণে বাসগৃহ এবং অন্য তিনদিকে সবজি উৎপাদন করা হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাসগৃহের পিছনে পৃথক ঘরে খাদ্যশস্য এবং গবাদিপশুর খাদ্য মজুত করে রাখা হয়। বাড়ির সামনে বারান্দা থাকে।

ওড়িশার উপজাতি সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি একেবারে প্রাচীন ধরনের (Primitive type), ঘরবাড়িগুলি খুব ছোটো ছোটো হয়। কাঠের দেওয়াল ও মেঝে এবং ছাদ হয় বিভিন্ন ঘাস দ্বারা ছাওয়া। কাঠের বাড়িগুলিতে দুটি করে ঘর থাকে। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছের ওপর মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে ঘর তৈরি করে।

**5. অন্ধ্রপ্রদেশ (Andhra Pradesh) :** অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অধিবাসীদের গৃহের ধরন বা প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধরনের। বসতগৃহগুলি সাধারণত ধারাবাহিকভাবে দুটি সমান্তরাল সারি ধরে অবস্থান করে। বসত গৃহের ঘরের ছাদ 'Cholam' খড়ি কিংবা ঘাস দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। সমস্ত বসতবাড়িগুলি প্রায় একই উচ্চতার হয়ে থাকে। সমস্ত বাড়িগুলিকে দূর থেকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো লম্বাটে ধরনের মনে হয়।

ঘরের দেওয়ালগুলি সুন্দরভাবে নকশা করে সাজানো হয়। প্রতিবছর নতুন করে ঘরবাড়িগুলি সাজানো হয়। ঘরগুলিকে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের বসবাসের জন্য পৃথকভাবে ভাগ করা থাকে। বাড়ির মধ্যেই শস্যাগার সুন্দর করে গঠন করা হয়। শস্যাগারগুলির আকৃতি অনেকটা গোলাকার হয়। রাস্তার ধার ধরে, উপকূলের ধার ধরে বসতবাড়িগুলি রৈখিক বিন্যাস সৃষ্টি করেছে।

**6. তামিলনাড়ু (Tamilnadu) :** অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের মতো তামিলনাড়ু রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও রৈখিক বসতি গড়ে উঠেছে। এই রাজ্যের পূর্বদিকে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায় গোষ্ঠীবদ্ধ ধরনের বসতি লক্ষণীয়। গ্রামগুলিতে প্রচুর সংখ্যক জলাধার (Tank) আছে। অনেকক্ষেত্রে ঘরবাড়িগুলি নদীর পাড়ে কিংবা জলাশয়ের ধারে তৈরি হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে গোদাবরী এবং তার উপনদী পেনগঙ্গার মধ্যভাগে রেড্ডি গ্রামগুলি (Reddy Villages) অবস্থিত। গ্রামবাসীগণ এখানে ছোটো ছোটো হ্যামলেট তৈরি করে বসবাস করেন। এক-একটি বসতবাড়িতে দুটি তিনটি করে ঘর আছে। পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা পর্বতের উপত্যকা অঞ্চলে 12-50টি বসতবাড়ি একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঘরবাড়িগুলি জঙ্গলের মধ্যে লুকানো অবস্থায় রয়েছে। নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে 'Badagas' নামে পশুপালকদল বাস করে। এরা বড়ো বড়ো কুঁড়েঘরে বসবাস করে। ঘরগুলি গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া হয় এবং দেওয়াল বাঁশ ও মহুয়া গাছের কাণ্ড দিয়ে ঘেরা থাকে।

টোডা নামে আরেকটি উপজাতি সম্প্রদায় নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। এদের বসতিতে পাঁচটি করে কুঁড়েঘর থাকে। তিনটি ঘর বসবাসের জন্য এবং দুটি ঘর রাতে গোরুর বাছুর রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ঘরগুলি অনেকটা ডিম্বাকার হয়। এদের উচ্চতা 3.5 মিটার, দৈর্ঘ্য 6 মিটার এবং 3 মিটার চওড়া হয়। ঘরের মধ্যে প্রবেশ দরজাটি 100 সেমি উঁচু, 75 সেমি প্রশস্ত হয়। ঘরের মধ্যে প্রায় 2-5 বর্গমিটার ফাঁকা জায়গা থাকে। ঘরের চারপাশের দেওয়াল শিথিল পাথরের টুকরো দ্বারা তৈরি হয়। গবাদি পশু রাখার জন্য ছাদযুক্ত চালাঘর তৈরি করা হয়।

**7. কেরালা (Kerala) :** কেরালা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বসতগৃহ কাঠের তৈরি। মালাবার উপকূল অঞ্চলে এখনও অনেক ঘরবাড়ি লক্ষ করা যায় যেগুলি প্রায় 400 বছরের পুরানো। তালগাছের পাতা দিয়ে ঘরের ছাদ ঢাকা হয়।

এখানকার বাসগৃহগুলিকে চারটি অংশে ভাগ করা হয়। যথা— (i) প্রধান বসতগৃহ (The Arappure), (ii) সদর দরজাসহ গৃহ (Gate house or Purippure), (iii) দক্ষিণের অংশ (Takkentu) এবং (iv) উত্তরের অংশ (Vataketu)। বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাধারণত জলাধার (Tank) তৈরি করা হয়। এমনকি বাড়ির প্রাঙ্গণে শাকসবজি এবং কিছু ফলের গাছও থাকে। ঘরগুলি আয়তাকার হয় এবং নুড়ি, গ্রানাইট, ইট, ল্যাটেরাইট প্রভৃতি দ্বারা দেওয়াল তৈরি করা হয়। ঘরের চারপাশের দেওয়াল চুনজাতীয় পদার্থ দ্বারা প্লাস্টার করা হয়। দেওয়ালে পশু এবং দেবতার ছবি এঁকে কারুকার্য করা হয়।

**8. মহারাষ্ট্র (Maharastra) :** মহারাষ্ট্র রাজ্যের বাসগৃহগুলি যথেষ্ট খোলামেলা বায়ু চলাচলে সক্ষম হয় এবং ঘরে পর্যাপ্ত আলো পাওয়া যায়। বসতবাড়িগুলি ইটের দেওয়াল দ্বারা নির্মিত এবং এদের ছাদ ঢালু প্রকৃতির হয়। বাড়ির প্রবেশদ্বারের নিকট ছোটোঘর থাকে, যেখান প্রহরী সর্বদা পাহারা দেন। এই ছোট্ট ঘরটিকে 'Deori' বলা হয়। বাড়ির প্রাঙ্গণ বেশ খোলামেলা ধরনের হয়। প্রাঙ্গণের একধারে গবাদি পশু থাকে।

বাড়িগুলি দুইতলা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। প্রত্যেক মেঝেতে (floor) দুটি বা তিনটি করে ঘর থাকে। Ground Floor-এ ঘরের দেওয়ালে গণপতি, শিব এই সমস্ত দেবদেবীর ছবি এবং অন্যান্য শৌখিন ছবি আঁকা থাকে।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত ভালোমানের বাড়িতে বসবাস করেন। গ্রামের উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকজন ইঁট দ্বারা নির্মিত দ্বিতলবিশিষ্ট ঘরে বসবাস করেন। কিন্তু দরিদ্র সম্প্রদায়ের লোকজন অতিসাধারণ মানের ঘরে (অপরিচ্ছন্ন এবং স্বল্প আলোকযুক্ত) থাকতে বাধ্য হন। এই সমস্ত গরিব সম্প্রদায়ের মানুষ একটি ঘরে সমস্ত পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। এই ধরনের ঘরগুলি মাটির তৈরি হয় এবং গাছের পাতা দিয়ে ছাদ ঢাকা থাকে। ঘরগুলিতে একটি মাত্র দরজা ও জানালা থাকে এবং এটি প্রায় 2 মিটার উঁচু হয়। নারকেল গাছের পাতা, খড়, ঘাস প্রভৃতি ছাউনির কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন চিরাচরিত প্রথা মেনে ঘরবাড়িগুলি এভাবে আজও তৈরি করা হচ্ছে। ঘরের ছাদ কখনোই সমতল প্রকৃতির হয় না। সর্বদাই ঢালযুক্ত ছাদ নির্মাণ করা হয়।

দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলের গ্রামীণ ঘরবাড়িগুলির প্রকৃতি ভূমিঢাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মালভূমি অঞ্চলের প্রান্তভাগ খাড়াঢালযুক্ত বলে এখানে তৈরি করা বাসগৃহগুলি ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কৃষক পরিবারের লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করে এখানে বসবাস করেন। বাড়িগুলির পিছনে ছোটো বাগানে ভুট্টা, শাকসবজি, তামাক প্রভৃতি চাষ করা হয়।

**9. গুজরাট (Gujrat) :** গুজরাটের গ্রামীণ বাসগৃহগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ঘরগুলি পরস্পর সংলগ্নভাবে অবস্থান করে এবং দুটি বাড়ির মধ্যে সাধারণ দেওয়াল (Common Wall) থাকে। পোড়ানো ইট, কাঠ এবং মাটি দ্বারা দেওয়াল তৈরি করা হয়। বাড়ির ছাদে 'Tile' বসানো হয়। বাড়িতে গৃহপালিত পশুর বসবাসের জায়গাও বাসগৃহের পাশে থাকে। অনেকক্ষেত্রে বাড়ির সামনে উন্মুক্ত বা ফাঁকা জায়গা থাকে।

প্রধান দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেই দেখা যায় যে, প্রথম ঘরটি Drawing Room হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ভিতরের দিকে প্রধান বাসগৃহ অবস্থান করে। ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরগুলিতে নিম্নবর্ণের লোকেরা বসবাস করেন। ঘরগুলি গ্রামের সীমানার দিকে অবস্থিত হয়। ছোটো কুঁড়েঘরগুলিতে প্রায় 4 বর্গমিটার জায়গা থাকে। দুটি কুঁড়েঘর নিয়ে এক-একটি পরিবার বসবাস করেন।

**10. মধ্যপ্রদেশ (Madhya Pradesh) :** মধ্যপ্রদেশ রাজ্যটি প্রধানত উপজাতি অধ্যুষিত। এই রাজ্যের এরকম একটি উপজাত হল ভিল (Bhil)। এই উপজাতির লোকজন প্রধানত বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের ঢালে বসবাস করেন। এরা কাঠের তৈরি ঘরে বসবাস করে। বিশেষ ধরনের কুঠার ব্যবহার করে এরা নিজেদের ঘর নিজেরা তৈরি করে। কুঠার দিয়ে গাছের গুঁড়ি কেটে এবং খুঁটি পুতে বাড়ির কাঠামো তৈরি করে। এদের ঘরের ছাদ তির্যক প্রকৃতির হয়। প্রত্যেক বছর বাড়ির ছাদ নতুনভাবে খড় দিয়ে ছাওয়া হয়। এদের বসবাসের জন্য দুটি করে ঘর থাকে। এটি রান্না ও ঘুমানোর জন্য এরা ব্যবহার করে। অন্য ঘরটি গবাদি পশু রাখার কাজে ব্যবহার হয়। অনেকক্ষেত্রে এরা দোতলা ঘর তৈরি করে।